

গ্রেনেড হামলায় শাহ কিবরিয়াসহ নিহত ৫

কাগজ প্রতিবেদক : আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া এমপি গতকাল হবিগঞ্জে দলের জনসভায় এক ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় নিহত হয়েছেন। বর্বরোচিত এ হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন তার আপন ভাইয়ের ছেলেসহ আরো ৪জন। আহত হয়েছেন দেড়শতাবধিক নেতাকর্মী। এদের মধ্যে ২৫ জনের অবস্থা গুরুতর।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য শাহ কিবরিয়া গতকাল সন্ধ্যা ৭টা ৫ মিনিটে হবিগঞ্জের সদর উপজেলার বৈদ্যের বাজার প্রাথমিক স্কুল মাঠে জনসভায় গ্রেনেড হামলায় গুরুতর আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা এনে বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত সাড়ে ১২টায় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান শাহ কিবরিয়াকে মৃত ঘোষণা করে বলেন ঢাকা আনার পথেই তার মৃত্যু হয়েছে। নিহত অপর ৩ জন ঘটনাস্থলে কিংবা হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে মারা যান। এরা হলেন, শাহ কিবরিয়ার ভাইয়ের ছেলে ব্যবসায়ী শাহ মঞ্জু হুদা (৪০), স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা খামার মালিক সিদ্দিক আলী (৪৫) ও কৃষক আবদুর রহিম (৩৫)। আবদুল হোসেন (৬০) নামে অপর একজন ঢাকা আনার পথে ভৈরবের কাছে মারা যান।

হবিগঞ্জ জেলা সদর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে সদর উপজেলার বৈদ্যের বাজারে একটি স্কুল প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া। এশার নামাজের আগে জনসভার কার্যক্রম শেষে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে কিবরিয়া সভাপতিত্ব ত্যাগ করে স্কুলের গেটে আসা মাত্র ভয়াবহ শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন, কিবরিয়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাকে লক্ষ্য করে সরকারের মদদপুষ্ট মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে কিবরিয়াসহ অসংখ্য লোক মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। রক্তাক্ত আহত অবস্থায় কিবরিয়াসহ অর্ধশত লোককে হাসপাতালে আনা হলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কিবরিয়া ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু জাহিদকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় পাঠানো হয়। হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজন চৌধুরী ও দপ্তর সম্পাদক মনাসহ গুরুতর আহত ২৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ঢাকা আনার পরেই মারা যান শাহ কিবরিয়া।

গ্রেনেড হামলায় আহতরা হলেন- থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল্লাহ সরদার, জেলা আওয়ামী সাংগঠনিক সম্পাদক রাজন চৌধুরী, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট আলমগীর ভূঁইয়া বাবুল, লক্ষরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহেদুর রহমান জাহেদ, সুঘর গ্রামের রতন দাশ (১৯), সুকুমার দাশ (২৫), শিবলু মিয়া (১৫), শাহেব আলী (৫০), মোকলেসুর রহমান (২৫), হেলাল মিয়া (২০), ওসমান গনি (৪৫), ফিরোজ আলী (৪৫), নুরুল আমিন (১৪), সিদ্দিক আলী (৬০), তমিজ আলী (৭০), আবদুর রউফ (২৫), নজরুল ইসলাম (৩০), মিজানুর রহমান (৩০), মোস্তফা (৩০), ফরিদ মিয়া (৩০), বনগাঁও গ্রামের আবদুর রাজ্জাক (৭০), শুকুর আলী (৪৮), খোরশেদ আলী (৩৫), জসিমউদ্দিন মাস্টার (৪০), ইদ্রিস আলী (৪০), আবদুল কাইয়ুম (২২), রহমত আলী (৪০), শমসের আলী (৫০), আলী হোসেন (৩২), কবির (২৫), আলতাফ আলী (৭০), নুরুল হক (২৫), ফেলু মিয়া (১৫), আবুল হোসেন (৩৫), রণজিৎ সেন (৩২), ইরফান আলী (৪৫), মরম আলী (৭০), হরমোজ আলী (৬০), শ্যামপুর গ্রামের আবুল হোসেন (৫০), আলীগঞ্জের অভি রায় (১৫), বন দক্ষিণের রিপন মিয়া (২০), চরহামুয়ার সুখময় সরকার (৩০), অর্জুন সরকার (৬২) ও আবদুস সরকার (৪৫)।

আমাদের হবিগঞ্জ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, হবিগঞ্জে সুরণকালের এ ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় সর্বস্তরের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। হামলার খবর জেলা সদরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহের এক যৌথ জঙ্গি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ক্ষুব্ধ লোকজন কয়েকটি যানবাহন ও দোকান ভাঙচুর করেছে। হামলার প্রতিবাদে স্থানীয় আওয়ামী লীগ আজ শুক্রবার হবিগঞ্জ জেলায় পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করেছে। শহরে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

চুনাক্রমাট প্রতিনিধি জানান, শায়েস্তাগঞ্জের নতুন ব্রিজ এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে অবরোধ তৈরি করা হয়। পরে রাত সাড়ে ৮টায় অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। এ সময় বেশকিছু গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

এদিকে স্থানীয় একজন সাংবাদিক এ প্রতিবেদককে জানান, হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। অসংখ্য মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং আহতদের রক্ত দেওয়ার জন্য ভিড় জমায়। কিন্তু ঈদের ছুটির পর হাসপাতালের কয়েকজন চিকিৎসক এখনো কর্মস্থলে যোগ না দেওয়ায় আহতদের সুচিকিৎসা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ কারণেও দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

এদিকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হবিগঞ্জ পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান শহীদ চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, শান্তিপূর্ণভাবে জনসভার কাজ শেষ হওয়ার পর কিবরিয়াসহ তারা সভামঞ্চ ত্যাগ করে স্কুলের গেটে আসামাত্র ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ৩ জন ঘটনাস্থলে নিহত এবং অর্ধশত দলীয় নেতাকর্মী আহত হন। তিনি শাহ এ এম এস কিবরিয়া ও আবু জাহিদের অবস্থা গুরুতর বলে জানান।

তিনি আজ শুক্রবার সারা হবিগঞ্জ জেলায় পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বানের ঘোষণার কথা জানিয়ে বলেন, সারা দেশে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের মদদে মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা যে গ্রেনেড বোমার তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে এরই ধারাবাহিকতায় গতকালের হামলা চালানো হয়েছে।

গ্রেনেড হামলায় আহত স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলমগীর চৌধুরী টেলিফোনে বিবিসিকে বলেন, সভা শেষ করে তারা যখন মঞ্চ থেকে নেমে হাঁটা শুরু করেন তখনই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর তিনি আর কিছু বলতে পারেননি। তিনি নিজেও আহত। তার শরীরে স্পিল্টার ঢুকেছে। তিনি বলেন, শাহ এ এম এস কিবরিয়া এবং জেলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারির অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি আরো বলেন, শাহ এ এম এস কিবরিয়া এবং স্থানীয় আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের ভাষ্য : হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক এমদাদুল হক টেলিফোনে বিবিসিকে বলেন, হামলায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এর বেশি তিনি কিছু জানেন না। তিনি অবশ্য বলেছেন, এটা গ্রেনেড নয় বোমা হামলা।